জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 22 ❑ 17 Aug, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

৫১ লক্ষ টাকায় সভাপতির পদ বিক্রির অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছেন তৃণমূলের সুদেবী মন্ডল। তাকে নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল বিজেপি। এবার আরো একধাপ এগিয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল অভিযোগ তুললেন, টেন্ডারের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন হয়েছে। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ৫১ লক্ষ টাকা দর উঠেছিল। আগের যিনি সভাপতি ছিলেন, গোপা রায়। তিনি দরপত্রে পিছিয়ে পড়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে বনগাঁ শহরে মহা-মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মী সমর্থকেরা আসেন। বনগাঁ শহরের মতিগঞ্জ থেকে শুরু হয় যশোর রোড ধরে মিছিল। শেষ হয় রামনগর রোড মোড় এলাকায়। সেখানে অস্থায়ী মঞ্চ করে সভাও করা হয়। এদিন মিছিলে হাঁটতে দেখা গিয়েছে দেবদাস মণ্ডল ছাড়াও বনগাঁ লোকসভার সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার, গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর সহ অনেককে। শান্তনু বাবু বলেন, 'বিরোধীরা মহাজোট নয়, মহাঘোট তৈরি করেছে। এই মহাঘোটকে যদি নর্দমার জলে ফেলে দেওয়া যায়, আগামী ৫০ বছর এদের খুঁজে পাওয়া যাবেনা।'

এদিনের মিছিলে প্রচুর মতুয়া ভক্তদেরও দেখা গিয়েছিল ডঙ্কা কাশি নিয়ে। শান্তনু বাবুর দাবি, মিছিলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ হেঁটেছেন। অস্থায়ী সভা থেকেই দেবদাস বনগাঁর তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে আক্রমণ করেন। তাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূলের জেলা সভাপতি আর বিজেপির বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের নেতৃত্বে এবারে ভোট গণনায় অবাধে লুটপাট চালানো হয়েছে। বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি তৃণমূলের মধ্যে পরিবারতন্ত্র শুরু করেছেন। নিজের বৌমাকে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি করেছেন। আর ব্যবসা করার জন্য নিজের ছেলেকে জেলা পরিষদে দাঁড় করিয়ে জিতিয়েছেন।'

পাশাপাশি দেবদাস বাবু আরো অভিযোগ করে বলেন, 'বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত চন্দন মন্ডলের ফোঁটার ছোঁয়া রয়েছে। তার মেয়ে গাড়াপোতা হাইস্কুলে চাকরি করেন, তার নাম হাইকোর্টের নিয়োগ গরমিলের তালিকায় রয়েছে। তার জামাই অভিজিৎ পোদ্দার চন্দন মন্ডলের প্রধান এজেন্ট ছিলেন।

বিজেপির অভিযোগ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, 'বিজেপি একটা উচ্ছৃঙ্খল বর্বর দল। অন্ধকার জগতের মানুষেরা রাজনীতিতে এসেছে। তারা প্রার্থী কেনা বেচাতে অভ্যস্ত। পঞ্চায়েত ভোটে মানুষেরা ওদের প্রত্যাখ্যান করেছে। লোকসভার ভোটেও এদের সাইনবোর্ডে পরিণত করবে।

পুনরায় চাঁদপাড়ার প্রধান হলেন দীপক দাস

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১১ আগষ্ট ছিল চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান পদের নির্বাচন। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফের প্রদান পদে আসীন হলেন দলের অঞ্চল সভাপতি দীপক দাস (রনা)। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ দলীয় কার্যালয় থেকে নীল সাদা বেগুনী, ব্যান্ডের বাজনা, ও সবুজ আবির মেখে দলীয় নেতা কর্মী ও সমর্থকগণ পঞ্চায়েত ভবনের সামনে আসেন। প্রধান নির্বাচনকে ঘিরে পুলিশের উপস্থিতিও ছিল যথেষ্ট। ৩০ আসন বিশিষ্ট চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ১৬টি, বিজেপি ৯টি, সি পি এম ৩টি ও বাম সমর্থিত দুজন নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেন। স্বভাবতই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তৃণমূল প্রার্থী দীপক দাস অনায়াসেই প্রধান পদ লাভ করেন। কিন্তু একটু তাল কাটে উপ-প্রধান নির্বাচন নিয়ে। তপশীলি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এই পদে দলের নির্দেশানুযায়ি তিন শতাধিক ভোটে জয়ী বৈশাখী বর মনোনয়ন পেশ করেন। অন্যদিকে চাঁদপাড়া সোনাটিকারি গ্রামের ১৬৭ নং বুথ থেকে বিজয়ী কল্যানী পান্ডেও

বামদিকে উপ-প্রধান বৈশাখী বর, প্রধান দীপক দাস (রনা)। ছবি ঃ নিজস্ব

উপ-প্রধান পদের দাবিদার হন। পরে দলীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে শ্রীমতী পান্ডে তাঁর দাবি থেকে সরে আসেন। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অঞ্চলের ১৫৯ নং বুথের বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থী বৈশাখী বর, উপ-প্রধান পদে মনোনীত হন। উপস্থিত বিরোধী বাম ও বি জে পি'র জয়ী প্রার্থীগণ সকলে উপস্থিত থাকলেও প্রধান ও উপ- প্রধান পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ বাইরে আসতেই পঞ্চায়েত কার্যালয়েক সামনে সমবেত কয়েক'শ তৃণমূলকর্মী সমর্থকগণ উল্লাসে ফেটে পড়েন। প্রধান-উপ প্রধানের নামে জয়ধ্বনি ওঠে। বাইরে দলীয় পতাকায় ঢাকা ছোট মঞ্চ তুলে নবনির্বাচিত প্রধান- উপ-প্রধানকে সংবর্ধনা প্রদান করেন দলীয় কর্মীরা। পরে সকলে বাজনা বাজিয়ে জয়ধ্বনি ধ্বনি দিয়ে দলীয় কার্যলয়ে ফিরে যান। সেখানে সকলের জন্য ছিল আহারের ব্যবস্থা।

১৫ আগস্ট পতাকা উত্তোলন হয়নি প্রাথমিক স্কুলে, স্কুলের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের

প্রতিনিধি ঃ ১৫ আগস্ট বন্ধ ছিল স্কুল। পড়ুয়ারা পতাকা উত্তোলন করতে এসে দীর্ঘ সময় স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত না হওয়ায় বুধবার স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা । বনগাঁ ব্লকের কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দক্ষিণ জিয়ালা এফ পি বিদ্যালয়ের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবছর ওই বিদ্যালয়েও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়ুয়ার। কিন্তু এবার ১৫ই আগস্ট উদযাপন হয়নি বিদ্যালয়ে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে এলেও শিক্ষক শিক্ষিকারা আসেনি স্কুলে। সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে স্কুল থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় ছাত্র ছাত্রীদের। এই ঘটনা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ জমেছিল। সেই ক্ষোভ উগরে ওঠে বুধবার। এ দিন স্কুলের পরীক্ষা থাকলেও স্কুলের মেইন গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।

এদিন বিদ্যালয়ের এক সহ-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেই তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তালা বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পেরে বিদ্যালয়ের মেইন গেট থেকেই ফিরতে হয় ওই শিক্ষিকা সহ বাকিদের। বন্ধ হয়ে যায় স্কুলের পরীক্ষা।

বিজেপির ফ্লেক্স পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, অভিযোগ অস্বীকার

প্রতিনিধি ঃ রাতের অন্ধকারে বিজেপির ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো। বৃহস্পতিবার সকালে বনগাঁ পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আর.এস মাঠ সংলগ্ন এলাকায় ব্যানার পোস্টার পতাকা মাটিতে ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছে, অভিযোগ, ১৫ আগস্ট উপলক্ষে আর এস মাঠ সংলগ্ন বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের আশপাশ এলাকায় বেশকিছু ফেস্টুন ব্যানার এবং দলীয় পতাকা টাঙানো হয়েছিল। সেগুলি রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সেদিন ওই এলাকায় যান সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, 'আমাদের পার্টি অফিসের পাশে সাজানো ছিল। কিছু পতাকা ও ফ্লেক্স ও লাগানো ছিল। সেইগুলি রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী এসে ছিঁড়ে দেয়। পতাকা ফেলে দেয়। এর আগেও দুবার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল আমরা পুলিশকে জানিয়েছিলাম। তিনি আরো অভিযোগ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের দলীয় কার্যালয়ের জন্য জন্য ঘর ভাড়া দিয়েছে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং মারধর করা হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা মনোতোষ নাথ বলেন, 'বিজেপির মধ্যে ওই এলাকায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে সহ্য করতে পারে না। ওরা নিজেরাই গন্ডগোল করে ছিঁড়ে ফেলে তৃণমূলকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোন যোগ নেই। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা মনোতোষ নাথ বলেন, 'বনগাঁতে বিজেপির মধ্যে পদ পাওয়া নিয়ে প্রচুর গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব রয়েছে। নিজেরাই ফ্লেক্স পতাকা ছিঁড়ে তৃণমূলের নামে দোষ দিচ্ছে।'

৮ লক্ষ টাকার সোনা সহ আটক মহিলা

প্রতিনিধি ঃ ভারত বাংলাদেশের বনগাঁ পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট ও একটি সোনার কয়েন সহ এক বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করেছে ১৪৫ নম্বর ব্যাটিলিয়ানের বিএসএফ জওয়ানরা।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক বাংলাদেশী মহিলাযাত্রী ভারতের উদ্দেশ্যে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে আসার সময় সন্দেহজনক ভাবে বিএসএফ ওই মহিলাকে আটকায় এবং তল্লাশি করে তার কাছ থেকে একটি সোনার বিস্কুট ও একটি সোনার কয়েন উদ্ধার করে। যার বর্তমান বাজারের মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। বিএসএফ সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, ওই মহিলার নাম সাবেদা সুলতানা, বাংলাদেশের বাসিন্দা সে। ওই মহিলাকে আটক করেছে বিএসএফ। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুট ও সোনার কয়েন পেট্রাপোল শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ২২ ❐ ১৭ আগস্ট, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে বাঙালী ও বাংলা

বাংলার সুদীর্ঘকালের ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, বাংলাতেই শুরু হয়েছিল ভারতের নবজাগরণ। রাজা রামমোহন রায় প্রথম নবচেতনার উদ্বোধন করেছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র দিয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এরমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ, নীলচাষ বিদ্রোহ স্বাধীনতার আকুতিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে বাঙালি সেদিন পরাধীনতার জ্বালাকে প্রকাশ করেছিল।

১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করতে চাইলেন। বাঙালি প্রতিবাদ জানালো। সভা, সমিতি, মিটিং, মিছিলের প্রতিবাদ আরও গর্জে উঠল। এখান থেকে বাংলার মুক্তি সংগ্রাম শুরু। কবিরা কবিতা রচনা করলেন, ও দেশাত্মবোধের গান। অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন জননায়ক। বহু মানুষকে তিনি স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তিনি 'রাখি' পরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় ধাপ। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, লবণ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন বাঙালি দেশ প্রেমিকের সহযোগিতায় এক অন্য মাত্রা নেয়। ১৯৩০ সালে অবিভক্ত বাংলায় চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম। তৈরি হয় স্বদেশী সরকার। ১৯৩৯ শে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। গান্ধীজীর সঙ্গে নেতাজির মতের অমিল হয়। নেতাজি দেশ ছাড়েন। ছাড়লেন কংগ্রেস। ১৯৪২ এর ৯ই অগাস্ট গান্ধীজী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেন। পরের দিনই মহাত্মা গান্ধী সহ অনেক নেতার কারাবরণ হয়। শুরু হয় দেশ জুড়ে গণ বিপ্লব। তমলুকে মাতঙ্গিনী হাজরা ব্রিটিশ পুলিসের গুলিতে নিহত হন। প্রথম শহীদ হন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। ওদিকে দেশের পূর্ব সীমান্তে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান। একেবারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি আক্রমণ।

স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঘা যতীন, বিনয়-বাদল- দীনেশ, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী, রাজবিহারী বসু, চারুচন্দ্র বসু,কল্পনা দত্ত, সুশীল সেনগুপ্ত, বসন্ত বিশ্বাস, এমনকি আরও কত বিপ্লবী বাঙালি নিজের প্রাণকে আহুতি দিয়েছিলেন তার অন্ত নেই। ১৯৪৭ সাল, স্বাধীনতা এলো। তবে এই স্বাধীনতার অন্যতম দুই শরিক বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে দিল চতুর ইংরেজ। এ এক নজির বিহীন অপমানিত ইতিহাস। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙালির অবদান অনস্বীকার্য। এবং এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর সিংহভাগই বাঙালি।

বাদশাহী হারেম কাহিনি

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

মুঘল হারেমে ছিল শহরের মধ্যে ভিন্ন একটি শহর। হারেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট আঁটোসাটো। এলাকাটি উচ্চ প্রচীর দিয়ে ঘেরা। মহলের গেটের ভিতরে থাকতো পাহারাদার হিসাবে সশস্ত্র নারী সৈনিক। গেটের বাইরে থাকতো খোজা সেনা বাহিনী। আর কিছু দূরে থাকত বিশ্বস্ত রাজপুত সেনাদল। এরপর থাকত মূল সেনাবাহিনী।

পুরো হারেমকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হতো। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব থাকতেন একজন করে মহিলা কমান্ড্যান্ট। খুব জরুরী প্রয়োজন না পড়লে অন্দরমহলের লোকজন বাইরে আসতেন না। তবে হারেমের ভিতরে তাঁরা ইচ্ছেমত চলাফেরা করতে পারতেন এবং ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েসের যথেষ্ট সামগ্রী সেখানে মজুত থাকতো।

প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্ট বা মহলে পৃথক বাগান, হাম্মামখানা, ঝরণা ও চৌবাচ্চা ছিল। পড়াশোনার জন্য প্রত্যেকের জন্য লাইব্রেরি ছিল। সেখানে শেখ সাদির, গুলিস্তা ওগোস্তা ছিল জনপ্রিয় পুস্তক। দরবারী কারখানা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বিলাস সামগ্রী আসত। হারেমে অবসর বিনোদনের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। সংগীত, নৃত্য, ইনডোর গেমের ব্যবস্থা ছিল। সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল লুকোচুরি।

একথা সঠিক নয় যে, অন্তঃপুরের মহিলারা কেবল জৈবিক কাজকর্মেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতেন। রাজনীতিতে মুঘল মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। এ প্রসঙ্গে মহাম আনগা, নূরজাহান, জাহানারা এবং রওশন-আরার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার, গুলবদন বেগম-এর স্মৃতিকথা হল— মুঘল ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। এও শোনা যায়, মমতাজ ছিলেন একজন সাহিত্য রসিক। নূরজাহান ছিলেন একজন কবি ও চিত্রকর। ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখতেন। আবার আওরাঙ্গজেবের অন্যতম কন্যা জেবুন্নেসা ছিলেন কোরআনের হাফেজ। তাঁর আরবি ও ফার্সি ভাষার দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'দিওয়ানা-ই-মাখফি' এবং তিনি একজন ভালো ক্যারলিগ্রাফাও বটে।

সর্বপরি মুঘোল হারেমে পারিবারিক সমঝোতা ও সৌহার্দ্য বজায় ছিল। একে অপরের প্রতি শত্রুতা থাকলেও কেউ তা প্রকাশ্যে আনতেন না। মা, স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি মুঘল শাসকদের সম্ভ্রম, মর্য্যাদা ও স্নেহ থাকত। নিজের মা ছাড়াও দুধমা এবং সৎমার প্রতি যথেষ্ট মর্যাদাশীল ছিলেন।

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট প্রথম আলম শাহের মৃত্যুর পর প্রাসাদে ষড়যন্ত্রের কারণে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং বাংলা, হায়দ্রাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে স্বাধীন প্রাদেশিক রাজবংশের উদ্ভব হয়। বাংলার স্বাধীন নবজাগরণ মুঘল ঐতিহ্য অনুসারে হারেম প্রথা প্রবর্তন করেন।

চলবে...

আকাঙ্ক্ষার আয়োজনে রুফ টপ থিয়েটার ফেস্টিভাল ও মেরি মাটি মেরা দেশ উৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গা। এই গোবরডাঙ্গার তরুণ তুর্কি নাট্য দল গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা নাট্য সংস্থার আয়োজনে চলছে বর্ষ ব্যাপি জাতীয় রংবাহারী নাট্য মেলা '২৩-২৪। গত ১৩, ১৪ ও ১৫ আগস্ট তিনদিন ব্যাপী স্বাধীনতার ৭৭ বছর কে স্মরণে রেখে আয়োজন করা হয় মেরি মাটি মেরা দেশ উৎসবের। ১৩ ই আগস্ট রবিবার চক্রবর্তীনাচ প্রাঙ্গনে আকাঙ্ক্ষার নিজস্ব রুফটপে আয়োজন করা হয় রুফটপ থিয়েটার ফেস্টিবেল। সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন অপর্ণা বিশ্বাস মহাশয়া। উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশনায় সংস্থার ক্ষুদে শিল্পী অহনা দেবনাথ। তারপর ছিল নাটক প্রিয়ম্বদার মৃত্যু। রচনায় আতিকুর রহমান সুজন ও নির্দেশনায় দীপাঙ্ক দেবনাথ। নাটকটির মূল বিষয়, একজন নাট্যপ্রেমী মানুষের জীবন যুদ্ধের কাহিনী। অভিনয়ে ছিলেন কেয়া ঘোষ, অতনু রায়, ত্রিদিপ চক্রবর্তী অরণ্য সরকার।সাগর চক্রবর্তী, অঙ্কিতা সাধু ও অর্পিতা রায় । আবহে দীপাঙ্ক দেবনাথ এবং আলোক সজ্জা ও প্রেক্ষাপন সুজয় পাল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের ছিল দেওয়াল চিত্র। বাহারি রঙের সাজে সেজে ওঠে চণ্ডীতলার রাস্তার পাশের দেওয়াল গুলি। দলের শিল্পীরা তাদের নিপুন কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে সাজিয়ে তোলে এই রাস্তা । ১৫ ই আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তলন করেন সংস্থার সম্পাদিকা তনুশ্রী দেবনাথ দত্ত। সংগীত পরিবেশন করে দলের সদস্য জয়ন্ত মন্ডল। তারপর ছিল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। চক্রবর্তীর নাচ নিজস্ব প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকার করে সমস্ত সদস্যরা। এছাড়াও প্রতিটি গাছের সঙ্গে সতর্কমূলক বার্তা মানুষের উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেন তারা। আকাঙ্ক্ষার সম্পাদিকা জানান , " ১৫০ দিন ব্যাপী এই দীর্ঘ জাতীয় নাট্যমেলায় আমরা প্রায় ৫০ দিন অতিক্রম করেছি। আমাদের শিল্পীরা, এমন ভাবেই এগিয়ে চলুক এই আশা রইলো "।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫
৭০৭৬২৭১৯৫২

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

পাখিরা কি ভাবে এক দেশ থেকে আর এক দেশে পাড়ি দেয়

অজয় মজুমদার

একটি বাজপাখি ৪২ দিনে সাউথ আফ্রিকা থেকে ফিনল্যান্ডে গিয়েছিল। ৪২ দিনে ১০,০০০ কিলোমিটার পথ উড়েছিল। গড়ে দিনে ২৩০ কি.মি সমান্ত রাল ভাবে উড়েছিল। পাখিটাকে ওড়ার সময় কিছু ইকুইপমেন্ট বসানো হয়। সে জন্যই স্যাটেলাইট থেকে পাখিটির যাত্রাপথ সুন্দর ভাবে চিহ্নিত করা গেছে। ভালো ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পাখিটি বড় জলাশয় বা সমুদ্রের সামনে আসলে সে সেখান থেকে পথ পরিবর্তন করেছে যেন বিশ্রাম নিতে চাইলে স্থলভূমি পায়। আবার মিশর সুদানের মরুভূমিতেও যেন তৃষ্ণা পেলে জলের অভাবে না পড়তে হয়।

৪০০০ প্রজাতির পাখি নিয়মিত ভাবে দেশ দেশান্ত রে পাড়ি দেয়। ৪০ শতাংশ পাখি খুব উঁচুতে উড়ে যায়। সমুদ্র উচ্চতা থেকে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল উঁচু দিয়ে বিচরণ করে। আর্কটিক টার্ন পাখিদের জন্য দীর্ঘ দূরত্বের দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার রেকর্ড রাখে। প্রতিবছর আর্কটিক প্রজনন ক্ষেত্র এবং অ্যান্টার্কটিক এর মধ্যে ভ্রমণ করে। টিউবোনোসের কিছু প্রজাতির পাখি, যেমন— অ্যালবাট্রস পৃথিবীকে বৃত্তাকার করে দক্ষিণ মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। অন্যরা যেমন ম্যাঙ্কস শিয়ারওয়াটারস তাদের উত্তর প্রজনন ক্ষেত্র এবং দক্ষিণ মহাসাগরের ১৪ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেয়।

পরিযায়ী পাখিরা সূর্য এবং তারার পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং মানসিক মানচিত্র থেকে স্বর্গীয় সংকেত ব্যবহার করে নেভিগেট করে। দূর দূরান্তের অভিবাসন বা দেশান্তরে পাড়ি দেওয়া, যেমন— সেয়ালো (হিরুন্ডিনিডে) এবং শিকারি পাখি বা গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে দীর্ঘ উড়ান দেয়। আবার অনেক গোলাপী পায়ের রাজহাঁস আইসল্যান্ড থেকে ব্রিটেন এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। যেখানে অন্ধকার চোখের জুস্কো সার্কটিক এবং আর্কটিক জলবায়ু থেকে সংলগ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়।

স্বল্প স্থায়ী প্রজাতির মধ্যে যারা একা স্থানান্তরের গমন করে। যেমন— ইউরেশিয়ান ব্ল্যাকক্যাপ সিলভিয়া, অ্যাট্রিকাপিলা বা হলুদ-বিল কোকিল; কোকিজাস আমেরিকানস, প্রথম বছরের অভিবাসীরা জিনতত্ত্বগতভাবে নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে, যা নির্বাচনী প্রজননের মাধ্যমে পরিবর্তন যোগ্য।

দেশান্তরের শারীরিক প্রযুক্তি ঃ— অভিবাসনের প্রাথমিক শারীরবৃত্তীয় সংকেত হল দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলি পাখির হরমোন পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। জোহান ফ্রেডরিখ, নউম্যান বর্ণনা করেছিলেন,বর্ধিত চর্বি জমার মতো শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলি।

একটি উষ্ণ বিশ্বে ,অনেক পরিযায়ী পাখি তাদের গ্রীষ্ম ও শীতের গন্তব্যের জন্য বছরের শুরুতে প্রস্থান করার পূর্বাভাস পায় শারীরবৃত্তীর ভাবে। নেভিগেশন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন, তার উপর ভিত্তি করে অনেক পাখিকে সূর্য কম্পাস ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ন্যাভিগেশন চৌম্বক ক্ষেত্র সনাক্ত করার ক্ষমতা সহ অন্যান্য ক্ষমতার সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে দেখানো হয়েছে (ম্যাগনেটারসেপশন), ভিজ্যুয়াল ল্যান্ডমার্কের পাশাপাশি ঘ্রান সংকেত ব্যবহার করা হয় ও একটি অল্পবয়স্ক পাখি তার প্রথম দেশান্তর গমনে পৃথিবীর গতি অনুসারে সঠিক দিকে উড়ে যায়— তবে যাত্রা কতদূর হবে সেটা বলা কঠিন। এটি একটি য়ার্ডিকাল জোড়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি করে, যেখানে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য সংবেদনশীল বিশেষ ফটোরঙ্গকগুলিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে, ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদিও এটি শুধুমাত্র দিনের আলোর সময় কাজ করে, এটি কোন ভাবেই সূর্যের অবস্থান ব্যবহার করে না। অভিজ্ঞতার সাথে, এটি বিভিন্ন ল্যান্ডমার্ক শিখে এবং এই ম্যাপিং ট্যাইজেমিনাল সিস্টেমের ম্যাগনেটাইট দ্বারা করা হয়। যা পাখিকে বলে যে, ক্ষেত্রটি কতটা শক্তিশালী। চোখের এবং "ক্লাস্টার এন" এর মধ্যে একটি স্নায়বিক সংযোগ রয়েছে। অগ্রভাগের অংশ, যা মাইগ্রেশনাল অরিয়েন্টেশনের সময় সক্রিয় থাকে। যা প্রস্তাব করে যে, পাখিরা আসলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র দেখতে সক্ষম হতে পারে। সব থেকে মজার কথা হলো, উড়ার সময় এদের ১% শক্তিও ক্ষয় হয় না। শুধু ভেসে ভেসে অনেক সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও এরা শত শত মাইল পাড়ি দেয়।

কঠিন কঠিন এসব ম্যাপিং রাউটিং অল্টিটিউড নলেজ বিজ্ঞানীরা যুগের পর যুগ ধরে ডেভলপ করে, পাইলটদের এসব শিখতে বছরের পর বছর সময় লাগে। আর পাখিদের সেন্স অর্গানগুলি সব শিক্ষার আঁধার। নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক। শুধু অভিজ্ঞতা নির্ভর শিক্ষা। পাখিদের কোন শিক্ষক নেই। তবুও তারা জগৎ বিখ্যাত পাইলট।

শিল্পায়ন নাট্য বিদ্যালয় সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম প্রাচীন নাট্যদল শিল্পায়ন পরিচালিত গোবরডাঙা শিল্পায়ন নাট্য বিদ্যালয় জেলা তথা রাজ্যের নাট্যকর্মীদের নিকট সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির বেলুড় মঠের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই নাট্য প্রশিক্ষনের ১বৎসর পূর্ণ করেছে শিল্পায়ন নাট্য বিদ্যালয়। সার্টিফিকেট কোর্সের ১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে নাট্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১২ আগষ্ট শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর আশিস চট্টোপাধ্যায়, প্রশিক্ষক তথা চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তী,

বিশিষ্ট নৃত্য পরিচালক জয়ন্ত বিশ্বাস, নাট্য ব্যক্তিত্ব অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর বসু, তানিশা তান ও প্রিয়েন্দু শেখর দাস সহ আরোও অনেকে।

শুরুতেই সদ্য প্রয়াতা নাট্যবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা দীপা ব্রহ্মের স্মরণে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। সাংবাদিকদের সামনে ডিরেক্টর আশিস বাবু বলেন, তাঁদের নাট্য বিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের পাঠক্রম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। থিয়েটার একটি সম্পূর্ন শিল্প কলা, যা হাতে কলমে শিখতে হয়। শুধু অভিনয় নয়, এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নাচ, গান, আবৃত্তি, এবং মূকাভিনয় ইত্যাদি শেখানো হয়। তাই বলা হয়, নাটক ফলিত শিল্প। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এখানে ক্লাস নিয়ে থাকেন। শিল্পায়নের এই স্টুডিও থিয়েটার সারা দেশে প্রথম। বর্তমানে এখানে সপ্তাহে প্রতি রবিবার সকাল থেকে দুটি বিভাগে ক্লাস চলছে। এবছর স্নাতকদের জন্য পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় ক্লাস হবে। শেখার কোন বয়স নেই। তাই বড়দের জন্যও দ্বিতীয় বর্ষ থেকে নাট্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে আলো, আবহ সহ প্রাক্টিক্যাল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। নাট্য বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ি এখানে পাঠদান ও হোম ওয়ার্ক এর ব্যবস্থা রয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী চ্যাটার্জী জানান, নাট্যবিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। আশিস বাবু আক্ষেপের স্বরে বলেন, এখন অনেক নাট্যদল দুদিন, ৪দিন বা ৫ দিনের নাট্য কর্মশালা করে থাকে, কিন্তু দু-চারদিনের কর্মশালার কোন গুরুত্ব নেই। তাতে প্রকৃত কিছু শেখা হয় না।

এব্যাপারে তিনি নাট্যমোদী অভিভাবকগণকে সজাগ সচেতন থাকার আহ্বান জানান। তবে তিনি নাটকের সেমিনার ও উপযুক্ত কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মত ব্যক্ত করেন। এজন্য সঠিক জায়গা বেছে নেবার আহ্বান জানান, কারণ ভুল জায়গায় গেলে সারাজীবনে নাটক শেখা হবে না। এখানে প্রশিক্ষনার্থীদের রামকৃষ্ণ মিশনের লোগো সহ পরিচয় পত্র, কোর্স শেষে রামকৃষ্ণ মিশন প্রদত্ত শংসাপত্র দেওয়া হবে বলে জানান। শ্রী চ্যাটর্জী বলেন, শিশু, কিশোর কিশোরীদের সুপ্ত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠভাবে বিকশিত করার লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রয়াস। আমরা বিশ্বাস করি, স্কুল থিয়েটার একজন প্রকৃত শিক্ষার্থীর জীবনে বিপুল প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে। বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির মহাবিদ্যালয়ের মতো একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান একাজে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের নাট্যজগতে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আশিসবাবু দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উপস্থিত অন্যতম প্রশিক্ষক বিশিষ্ট নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী নাট্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে নাট্যপ্রিয় শিক্ষার্থীগণ নাট্য প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। যার ফলে প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে একটি সামাজিক ও সংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও মেলবন্ধ গড়ে ওঠে, যার মূল্য অপরিসীম। নাট্যবিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ আশিস বাবু পরিশেষে বলেন, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু হবে।

এস সি এস টি এ্যাসোসিয়েশনে আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলার অন্যতম সমাজসেবি সংগঠন চাঁদপাড়া এস.সি.এস.টি ওয়েলফেয়ার এ্যাসেসিয়েশনের উদ্যোগে এবং সুইচ অন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে গত ১২ আগষ্ট এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের সাথে অর্ধশতাধিক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন ।

মানুষের খাদ্যভ্যাস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের ধান, চাল, মুড়ি, চিড়ে ইত্যাদি মানুষের খাদ্যগুলি যা পূর্বেও ছিল এবং বর্তমানেরও আছে, মানুষের সেই সমস্ত খাদ্য সামগ্রীগুলো নিয়ে আলোচনা করেন

সমাজকর্মী সুধা রায় ও অরুন্ধতী বিশ্বাস। সামগ্রিক বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন এ্যাসোসিয়েশনের কর্নধার ও বিশিষ্ট শিক্ষক মলয় সানা।

এদিনের আলোচনা সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি উদয় সানা, কোষাধ্যক্ষ সমরেশ সানা, পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য হরষিত রায়। মানুষের অতীত ও বর্তমান সময়ের খাদ্যভ্যাস নিয়ে অনুষ্ঠিত এদিনের আলোচনা সভা ও সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত মানুষজন এ্যসোসিয়েশনের এই কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।

ইমন মাইম সেন্টারের হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষের সব বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কলকাতা সহযোগীতায় "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযান চালালো মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার। ১৪আগস্ট ২০২৩ সকাল থেকে সংস্থার সদস্য-সদস্যারা মছলন্দপুর এবং পাশাপাশি আরো তিনটি ব্লক এলাকায় দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য ও পথনাটকের মাধ্যমে জনসাধরণকে সকলের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালনে উৎসাহিত করেন। এদিন পথ চলতি মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন ইমনের বন্ধুরা। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনে সৃজা হাওলাদার এবং "হর ঘর তিরঙ্গা" শীর্ষক পথনাটকে অনুপ মল্লিক, সায়ন প্রামাণিক, পূজা মন্ডল অভিনয় পারদর্শিতায় নজর কাড়েন। এর পরের দিন অর্থাৎ ১৫আগস্ট ইমন মাইম সেন্টার তাদের নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত পদাতিক মঞ্চে পালন করল ভারতবর্ষের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস। এদিন সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার কর্ণধার ধীরাজ

হাওলাদার। বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন সংস্থার সদস্য অনুপ মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ দত্ত বনিক জয়ন্ত সাহা ও আরো অনেকে। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে ইমনের ছোট্ট বন্ধু সুনয়না হাওলাদার। "তিরঙ্গা পতাকা" শীর্ষক মূকাভিনয় পরিবেশন করে শুভম, মধুমিতা, ঈশান সহ সংস্থার ছোট্ট বন্ধুরা। সব মিলিয়ে "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযান এবং ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করল মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার ।

প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা অনুষ্ঠান ঠাকুরনগর পরশ সংস্থার

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ আগষ্ট জাতির ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসে এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা পরশ সোশ্যাল এন্ড কালচার অর্গানাইজেশন এর সদস্যরা। এদিন সকালে সংস্থা প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ ও মনোজ্ঞ সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি এবং মূকাভিনয় এর মধ্য দিয়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার প্রানপুরুষ শাশ্বত বিশ্বাস। সন্ধ্যায় স্থানীয় মিলন সংঘের হলে আয়োজিত ও শাস্বত বিশ্বাস পরিচালিত নতুন মূক নাটক ‘কোজাগরী’ পরিবেশিত হয়। ভারত সরকারের সংগীত ও নাটক আকাদেমীর অর্থানুকূল্যে সংস্থার কর্ণধার শাশ্বত বিশ্বাস নির্দেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। নাটকটিতে সংস্থার কচিকাঁচা কুশীলবগণের

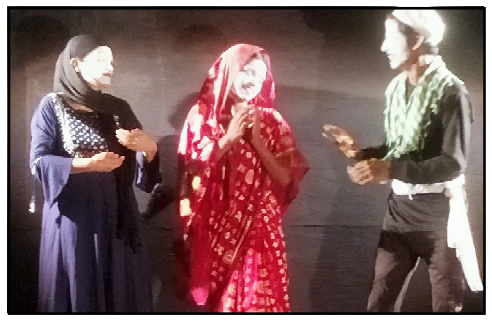

স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী বৈদ্যনাথ দলপতি, নাট্যব্যক্তিত্ব মিন্টু মজুমদার প্রমুখ। সংস্থার সভাপতি অঞ্জনা বিশ্বাস ও অন্যতম সদস্য মিঠু বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সংস্থার সকল কুশীলবগন আগামী দিনে আরও ভালো ও সুন্দর মূকাভিনয় পরিবেশন করার আশ্বাস দেন।

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়। কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

মথুরাপুরের মধুসূদনচক সমবায়ে ইফকোর কৃষক সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের সর্ববৃহৎ সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোম্পানির (ইফকো) উদ্যোগে এবং দক্ষিন ২৪ পরগণার মথুরাপুর ব্লকের মধুসূদনচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ আগষ্ট অপরাহ্নে সমিতির সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ৬৫ জন কৃষক উপস্থিত হন। কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভায় ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার ও বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা সমবেত কৃষিজীবী মানুষজনের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ফসলের উপযোগী সার ব্যবহার করার আহ্বান জানান। এই সারগুলি জমির বিভিন্ন ফসলের খুবই সুফল দেবে বলে রীতেশ বাবু জানান। এছাড়া জমির উপকারী সাগরিকা বায়োফার্টিলাইজার ও প্রাকৃতিক পটাশ ইত্যাদি সার ব্যবহারে জমি ও ফসলের সুফল মিলবে বলে জানান কৃষি বিশেষজ্ঞ রীতেশ ঝা।

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
F LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

ক্রেজি গ্রুপের আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন সেকাটি এফ পি স্কুল

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরের মতো এবারও চাঁদপাড়ার অন্যতম সামাজিক সংগঠন চাঁদপাড়া ক্রেজি গ্রুপের সদস্যগণ ছোটদের এক আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। গত ১২ আগষ্ট চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ান ডে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে গাইঘাটা ব্লকের ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা (ছাত্র) অংশ গ্রহন করে।

এদিন অপরাহ্নে ক্লাব সদস্যগণ কর্তৃক জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টর সূচনা হয়। একই সঙ্গে দুটি ছোট মাঠে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের গেম টিচারসহ ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও জননেতা কপিল ঘোষ ও অংশুমিতা পাল প্রমুখ। অপরাহ্নে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় ডুমা অঞ্চলের ছেকাটি এফ পি স্কুল স্থানীয় দীঘা সুকান্ত পল্লী প্রাথমিক বিদ্যলয়কে ৪-০ গোলে পরাস্ত করে টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা অর্জন করে উদ্যোক্তরা বিজয়ী ও বিজিত দলের অধিনায়কের হাতে সুদৃশ্য ট্রপি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট ছাড়াও টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহনকারী প্রতিটি স্কুলকে ও ট্রপি প্রদান করা হয়। দুপুরে সকলের জন্য ছিল আহারের ব্যবস্থা। সংগঠনের সভাপতি গোবিন্দ পাল ও সম্পাদক প্রাক্তন সৈনিক টুটুন বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। খেলার মাঠে উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও এলেকার ক্রীড়া মোদী ও ফুটবল প্রেমী মানুষজন ক্রেজি গ্রুপের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান, খেলায় অংশগ্রহন কারী স্কুলের সকল ছাত্র ছাত্রীদের এদিন মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমীতে নানা অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ আগষ্ট সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সূচনা হয় চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমী আয়োজিত দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। পদযাত্রা শেষে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রাক্তন সৈনিক দ্বীপেন গুহর আহ্বানে অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাইঘাটার ঝিকরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার বিশ্বাস, বনগাঁর বল্লভপুর বিশ্বম্বর বিদ্যাপীঠের টিচার ইনচার্জ রঞ্জিত গোলদার, শিক্ষক মিন্টু বারুই, চাঁদপাড়ায় নবগঠিত ডিফেন্স একাডেমীর জাঁকজমক পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন (অমৃত মহোৎসব) এবং সেই সঙ্গে এলেকার কিশোর তরুণ তরুনীদের সুশিক্ষা, শরীরচর্চা ও যুবক- যুবতীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার দিশা দেখানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহনকে সাধুবাদ জানান। সুসজ্জিত সংস্থার প্রশিক্ষনার্থীগণ দেশাত্মবোধক সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী পিয়ূশ কান্তি ধরের কন্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

কবি রাজু সরকার, শিক্ষক রূপম মহাজন, সুমিত গুহ, সুবীর দাস ও মহাদেব দাস প্রমুখ। সংস্থার অন্যতম প্রশিক্ষক প্রাক্তন সৈনিক সৌমেন রায় ও দ্বীপেন গুহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান, সংস্থার সদস্যা ও এন সি, সি, ক্যাডেটগন সকলকে তেরঙ্গা উত্তরীয় ও ব্যাজ পরিধানের মাধ্যমে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সংস্থার সদস্যা টিনা বিশ্বাস,অনীতা মণ্ডল ও সুনীতা বিশ্বাসের নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। প্রশিক্ষনার্থী ক্যাডেটদের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নানা অনুষ্ঠানে চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমী আয়েজিত দেশের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান এলেকায় সাড়া ফেলে।

প্রান্তিক নাট্য তীর্থের উদ্যোগে গোবরডাঙায় নাট্যাভিনেত্রী দীপা স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙার অদূরে স্বরূপনগরের করুণাময়ী মিশন পরিচালিত প্রান্তিক নাট্য তীর্থের উদ্যোগে স্বনামখ্যাতা নাট্যাভিনেত্রী ও গোবরডাঙা শিল্পায়ন নাট্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সদ্যপ্রয়াতা দীপা ব্রহ্মের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল গত ১৩ আগষ্ট স্থানীয় রেনেসাঁস অঙ্গনের ড.সুনীল বিশ্বাস নামাঙ্কিত মঞ্চে।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নমিতা বিশ্বাসের গাওয়া মর্মস্পর্শী সংগীতের মধ্য দিয়ে দীপা স্মরণ অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। স্বাগত ভাষণে করুনাময়ী মিশনের প্রাণ পুরুষ নাট্যামোদী ও সংস্কৃতি প্রেমী অনিমেষ বসাক সদ্যপ্রয়াতা মঞ্চাভিনেত্রী, সুগায়িকা ও বাচিক শিল্পী দীপা ব্রহ্মের বিভিন্ন গুনের কথা তুলে ধরেন। শোকবার্তা পাঠ করেন নাট্যকর্মী শিঞ্জিনী চক্রবর্তী শিল্পায়ন নাট্য দলের পরিচালক আশিস চ্যাটার্জী বলেন, রেনেসাঁস বিজ্ঞান সংস্থার সাথে দীপাদের পরিবারিক। সম্পর্ক ছিল বহু দিনের, আর শিল্পায়ন ছিল তাঁর পরিবার। তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক প্রসেনজিৎ বাবু তাঁর বক্তব্যে বহু গুণের অধিকারিনী দীপাদেবীর স্মরণে এই সভার আয়োজনের জন্য প্রান্তিক নাট্যতীর্থ ও তাঁর কর্ণধার অনিমেষ বাবুর উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের সার্থক প্রয়োজনা ফিরিয়ে আনতে দাও

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের নতুন নাটক ফিরিয়ে আনতে দাও সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল কলকাতার প্রসেনিয়াম আর্ট সেন্টারে। ভাবনা ও প্রয়োগে তন্ময় সরকার। জগদীশ ঘরামীর নির্দেশনায় মিনিট চল্লিশের নাটকটি বাস্তবের জ্বলন্ত উদাহরণ।

শিশুদের শৈশব আজ বিপন্ন। আজান্তেই আমরা বড়রা ওদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছি। ওদের চাওয়া পাওয়া গুলো না বুঝে বড়রা সর্বদাই নিজেদেরই ইচ্ছে ও চাহিদাগুলো পূরণ করতে চায়। সেখানে প্রতীকি চরিত্র হাবুল, ফুচকা ওদের শৈশবকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখায়। থিয়েট্রিক্সের এই প্রযোজনাটি শুধু শিশুদের নয়, বড়দেরও বার্তা দিয়েছে। নাটকটির কয়েকটি অসম্ভব ভলো মুহূর্ত্তগুলি দর্শকদের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে। নাটকটির শেষ দৃশ্যটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। কিভাবে শিশুদের শৈশব প্রকৃতি আমরা সর্বদাই কেড়ে নিচ্ছি তা সুন্দরভাবে নাটকটিতে তুলে ধরেছেন পরিচালক শ্রী ঘরামী। প্রযোজনাটির সমস্ত কুশীলবগণ চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছে। তবে আরোও মহড়া নাটকটিকে আরোও উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরিশেষে বলা চলে, ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের নতুন এই প্রযোজনাটি সাম্প্রতিক কালের একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরেছে।

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
HALL MARK
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়। কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN

Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 ☎ - 9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**